সংকটকালে সঠিক তথ্য জনগণের সুফল ভোগের হাতিয়ার

ইমদাদ ইসলাম

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২৮ সেপ্টেম্বর। অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং তথ্যের সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য দিবসটি পালিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য-'তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার' এবং স্লোগান: "সংকটকালে তথ্য পেলে জনগণের মুক্তি মেলে" নির্ধারণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য কমিশন দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মহামারি কোভিড-১৯ পরিস্থিতির স্বাস্থ্যবিধি মেনে দিবসটি উদ্‌যাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্বে দিবসটি জেলা পর্যায় পর্যন্ত উদযাপন করা হতো। এবারে তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিবসটি উদযাপনের আওতা বাড়িয়ে বিভাগীয় পর্যায় এবং ইউডিসিসমূহকে সংযুক্ত করে উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় একসাথে শারীরিক উপস্থিতিতে (অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে) ও ভার্চুয়ালি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শারীরিক উপস্থিতি (অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে)/ভার্চুয়াল আলোচনা সভার (ইউডিসিসমূহকে সংযুক্ত করে) আয়োজন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন এ পর্যন্ত বিভাগীয় পর্যায়ে সকল বিভাগে, জেলা পর্যায়ে সকল জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। উপজেলা পর্যায়ে ৪৭৮টি উপজেলায় ৪৯৭টি জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৯ টি উপজেলায় ২য় পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ২০১০ সাল হতে মোবাইলের মাধ্যমে Test message, sms প্রেরণ এবং সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে TV scroll এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন প্রচার করছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে টেলিভিশন চ্যানেলে টক-শো/আলোচনাসহ বাংলাদেশ বেতারে নিয়মিত "তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন" বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও, এফএম বেতারে তথ্য অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। তথ্য অধিকার আইনকে অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়। তথ্য অধিকার, জনগণের অধিকার, তথ্য পাওয়া আমার অধিকার, তথ্য আমার অধিকার-তথ্য এখন সবার, করবো না আর তথ্য গোপন-স্বচ্ছ সমাজ করবো গঠন, তথ্য পেলেন করিম চাচা শীর্ষক টিভিসিগুলি জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে।

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারার বিধানের আলোকে তথ্য সরবরাহের জন্য এ পর্যন্ত সমগ্র দেশ থেকে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে সর্বমোট ৪২,২৫৪ (বিয়াল্লিশ হাজার দুইশত চুয়ান্ন) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি সম্বলিত ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ তৈরি করছে। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে তথ্য কমিশন এ পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিভিন্ন পর্যায়ের সাংবাদিক ও সাব-এডিটরস, সাব ইন্সপেক্টর/পুলিশ সদস্য, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী, আরটিআই প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাসহ মোট ৪৬,৭৪৩ (ছিচল্লিশ হাজার সাতশত তেতাল্লিশ) জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ, সচিব এবং তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে RTIএর উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করেছেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বেসরকারি সংস্থা এমআরডিআই এর সহায়তায় বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে। এতে করে অতি সহজেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ঘরে বসেই অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট- (www.infocom.gov.bd) এর মাধ্যমে "সরকারি দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ" লিংকে প্রবেশ করে কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। এ পর্যন্ত ৪৪,৪৫৫ জন সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ অনলাইন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন।

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা ও জনউৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য কমিশন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে একুশে বই মেলা, জাতীয় উন্নয়ন মেলা, তথ্য মেলা, তথ্য অলিম্পিয়ার্ড অন্যতম। তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্যক অবহিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে এবং ২০১৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে তথ্য অধিকার আইন অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

তথ্য কমিশনের নানামুখী জনসচেতনতামুলক প্রচারের কারণে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে জনগণ এখন অনেক সচেতন। বিভিন্ন দপ্তরের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলা তথ্য অফিসগুলি এ জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য কমিশনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তথ্য না পাওয়ার কারণে ২০০৯ সাল থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৩৭৩২টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ২১৮৩টি অভিযোগ কমিশন কর্তৃক শুনানির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২১৬৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ১১২টি অভিযোগ দাখিল হয়েছে, ২৫ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত এবং ৩১ মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত বর্তমান করোনা (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ লকডাউন থাকা অবস্থায় কোনো অভিযোগ দাখিল হয়নি।৩১ মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৪৬ টি অভিযোগ দাখিল হয়েছে।বর্তমান করোনা (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে ২৭ জুলাই, ২০২০ থেকে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানি গ্রহণ করছে তথ্য কমিশন। এখন পর্যন্ত ৪ কর্মদিবস ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানি করে ১৫ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং পত্র প্রদানের মাধ্যমে ২৬ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে এবং নাগরিকগণ কর্তৃক তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের শুনানি গ্রহণ করে। কোনো নাগরিক তথ্যপ্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্ত হলে এবং সেখানে আইনানুযায়ী কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তার প্রতি ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করা হয়। ২০১১-২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ৫৬ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি (ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/ বিভাগীয় শাস্তি) দেওয়া হয়েছে।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) কাজ করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত তিনটি কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নিঃসন্দেহে একটি উত্তম আইন। এ আইনের মাধ্যমে জনগণকে কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, অথচ অন্য সকল আইনে কর্তৃপক্ষকে জনগণের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই এটি একটি শক্তিশালী নাগরিক বান্ধব আইন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এই আইন প্রয়োগের ফলে সরকার ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধন রচিত হচ্ছে। সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষেরা যাতে তাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে পারে এবং নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে পারে সেক্ষেত্রে আইনটি সবচেয়ে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করছে যা বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।

এ আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসহ সকল সংস্থার স্বচ্ছতা, জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে। এতে করে দুর্নীতি হ্রাস পাবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ এবং বর্তমান সরকার ঘোষিত ২০৪১ এর উন্নত বাংলাদেশ গঠন সহজ হবে।

তথ্য সূত্র : তথ্য কমিশন।

#

২২.০৯.২০২০ পিআইডি ফিচার